খড়গপুরে রাস্তা থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, খড়গপুর: এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হল খড়গপুর শহরের ইন্দা এলাকায় সিআইডি কার্যালয়ের পাশের রাস্তা থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ঝুমা দাস (৪৫)। আদি বাড়ি খড়গপুর গ্রামীণ থানার জকপুর এলাকার চকগণেশ গ্রামে। কিন্তু বছর ছয়েক ধরে তিনি একা খড়গপুর পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর ইন্দা এলাকায় থাকতেন। মঙ্গলবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মৃতদেহ উদ্ধার করে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ছয় বছর আগে ওই মহিলার স্বামীর মৃত্যু হয়। তাঁর দুই ছেলে রয়েছে। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না তাঁর। এমনকী, দাদা ও বউদির সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। দুই ছেলে জকপুর এলাকার চকগণেশ গ্রামে মামা ও মামির পরিবারে থাকেন। দিন কয়েক আগে ওই মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সুস্থ হওয়ার পর বাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু এদিন সকালে ফের অসুস্থ বোধ করায় একটি টোটোয় চেপে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। পথের মাঝে খড়গপুর শহরের ইন্দা এলাকায় সিআইডি কার্যালয়ের সামনে নামেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। তখনই তিনি অসুস্থ হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়েন। তারপর তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের বউদি লতা দাস বলেন, "ননদের কিভাবে মৃত্যু হয়েছে জানি না। তবে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। লোক মারফত ঘটনার খবর পেয়ে আমরা যাই।" জানা গিয়েছে, এই মহিলা একসময় খড়গপুর শহরের ইন্দা এলাকায় একটি হোটেলে কাজ করতেন। মৃতার দুই ছেলে বাপ্পা ও বুবাই জানান, বাবার মৃত্যুর পর থেকে তাঁদের সঙ্গে মায়ের দীর্ঘ ছয় বছর ধরে যোগাযোগ ছিল না। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আত্মঘাতী বৃদ্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক: বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধা। মঙ্গলবার সকালে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দকুমার থানার হাঁসচড়িয়া এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধা লক্ষ্মীরানি বেরা (৮২)। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে নানা রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসাও চলছিল তাঁর। মানসিক অবসাদে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন বলেও দাবি পরিবারের। এমন অবস্থায় রবিবার সকাল আটটা নাগাদ বাড়িতে রাখা কীটনাশক খেয়ে নেন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কান্নার রোল পরিবারে।

প্রস্তুতিতে কং

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: একা লড়াই করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল কংগ্রেস। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সমীর রায় মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি থেকে আমরা একা লড়াই করার যে ইঙ্গিত পাচ্ছি, তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। খুব শীঘ্রই একা লড়াই করার প্রস্তুতি জেলা সম্মেলন করা হবে।" এদিন বর্ষীয়ান নেতা শম্ভু চট্টোপাধ্যায়কে কার্যকরী সভাপতি, দেবীদাস মহাপাত্রকে সহ-সভাপতি, অরূপ মুখোপাধ্যায়কে সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুরে কম্পোজিট গ্রান্টে বরাদ্দ সাড়ে ছয় কোটি

রাজ্যের ২৪টি জেলার জন্য মোট ১০২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ

স্টাফ রিপোর্টার, ঘাটাল: চক, ডাস্টার কেনা নিয়ে গত বছর থেকেই শিক্ষকরা ক্ষোভপ্রকাশ করে আসছিলেন। সেই ক্ষোভে জল ঢালল রাজ্য সরকার। রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, মাদ্রাসা-সহ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। রাজ্যের মোট ২৪টি জেলার জন্য মোট ১০২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য। যদিও ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের বকেয়া টাকার বিষয়ে কোনও কথা বলা হয়নি। যা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পোজিট গ্রান্টের টাকা বিদ্যালয়গুলিতে পৌঁছে গিয়েছে বলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান অনিমেষ দে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তিন হাজার ৪৮৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পোজিট গ্রান্টের টাকা পৌঁছে গিয়েছে। এই টাকায় বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ বিল থেকে শুরু করে শিক্ষণ সামগ্রী, আসবাবপত্র, সরঞ্জাম প্রভৃতি কিনতে বা মেরামত করতে পারবে।" জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্যামপদ পাত্র বলেন, "প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য কম্পোজিট গ্রান্টের ৫০ শতাংশ দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫০ শতাংশ পরে দেওয়া হবে। তবে ২০২৩-২৪ বর্ষের জন্য বকেয়া অর্থের বিষয়ে কোনও বরাদ্দ করা হয়নি। এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। বিদ্যালয়গুলির আপাতত সমস্যা মিটবে।"

■ বছর পঁচিশের প্রায় ১৬০ কেজি ওজনের পূর্ণবয়স্ক ভল্লুকটিকে ২১ দিন পুরো কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে।
■ এখনই কাঁচা মাংস (মিট) দেওয়া হবে না। ভেজিটেবল প্রোটিনই দেওয়া হবে। সেই খাদ্য তালিকায় রয়েছে ডালিয়া, খিচুড়ি, ছাতু, মধু, আর পোকা জাতীয় খাদ্য তথা উইপোকা।

জেলার ৩১ থেকে ১০০ পড়ুয়া বিশিষ্ট দুই হাজার ২১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১২ হাজার ৫০০ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। ১০১ থেকে ২৫০ বা তার বেশি পড়ুয়া বিশিষ্ট মোট ৫৬৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য ২৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোট ৫১ চক্রের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় কম্পোজিট গ্রান্টের টাকা পাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র-সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ছয় কোটি ৫২ লক্ষ ১২ হাজার ৫০০ টাকা। যদিও এই বরাদ্দে খুশি হতে পারেননি শিক্ষকরা। বাম শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ-র জেলা সম্পাদক সন্দীপ ঘোষ বলেন, "২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাও আবার সম্পূর্ণ টাকা বরাদ্দ করা হয়নি। মাত্র ৫০ শতাংশ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বকেয়া ৫০ শতাংশ কবে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। আবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের জন্য মোট চার কোটি ৬০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এর থেকে ৩০ জন পড়ুয়া বিশিষ্ট ৬৮৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। হয়নি। আবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের যাবতীয় খরচ শিক্ষকরা করেছেন, সেই বকেয়া টাকার পাওনার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। আমাদের দাবি, অবিলম্বে সেই বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। আমরা খুব শীঘ্রই লিখিত দাবি জানাতে চলেছি।"

ঘাটালে বিজেপির বর্তমান সভাপতিকে ফের দায়িত্ব নয়, পোস্টার

স্টাফ রিপোর্টার, খড়গপুর: ফের পোস্টার! এর আগে ৭ মার্চ বিজেপি নেতা রতন দত্তকে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি না করার দাবি জানিয়ে পড়েছিল পোস্টার। সেই ঘটনার ১৮ দিনের মধ্যে এবার বর্তমান সভাপতি তন্ময় দাসকে ফের সভাপতি না করার দাবি জানিয়ে পোস্টারে ছেয়ে গেল ডেবরা ও আযাড়ি চক। শুধু তাই নয়, তন্ময়কে ফের সভাপতি করা হলে দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে পোস্টারে। আর এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়েছে ডেবরাজুড়ে। যদিও গোটা ঘটনার পিছনে বিজেপির বর্তমান ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস তৃণমূলের চক্রান্ত দেখছেন। যদিও তন্ময়ের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের ডেবরা ব্লক সভাপতি প্রদীপ কর। ফলে এই পোস্টারগুলি কে বা কারা লাগাল, সেই নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার বর্তমান সভাপতি তন্ময় দাসকে লক্ষ্য করে পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'যে সভাপতি থাকাকালীন লোকসভা ভোটে বুথের টাকা মেরে যায়, যার বেনা তমলুক পুরসভার তৃণমূলের কাউন্সিলর, এর পরেও যদি পুনরায় ওনাকে জেলা সভাপতি করা হয় তাহলে ২০১৮ র মতো পার্টি অফিস আবার ভাঙচুর করা হবে।' পোস্টারের নিচে লেখা রয়েছে ঘাটাল বিজেপি কর্মীবৃন্দের পক্ষ থেকে। এবিষয়ে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস বলেন, "এটা পুরোপুরি তৃণমূলের কাজ ও চক্রান্ত। পুলিশকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল এই ধরনের পোস্টার মারছে। আর যেসব জায়গায় পোস্টার লাগানো হয়েছে, সেসব জায়গায় পুলিশ সর্বক্ষণ থাকে। সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। এর আগেও প্রাক্তন জেলা সভাপতি রতন দত্তের নামে এই ধরনের পোস্টার লাগানো হয়েছিল। তখন আমরা থানায় অভিযোগ করি। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এতেই বোঝা যাচ্ছে তৃণমূল করছে। কারণ, আমাদের কেউ করলে এতদিনে পুলিশ ধরে নিত। আর এই ঘটনায় আমাদের দলের কেউ জড়িত নন। তবে আবার প্রশাসনকে জানানো হবে। তারসঙ্গে রাজ্য নেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে।" অপরদিকে, তৃণমূলের ডেবরা ব্লক সভাপতি তথা ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি প্রদীপ কর বলেন, "বিজেপির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। মন্তব্য করা ঠিক নয়। আর এটাও ঠিক তৃণমূলের এমন দৈন্যদশা হয়নি ডেবরাতে তৃণমূলকে বিজেপির বিষয়ে ভাবতে হবে। ডেবরা ব্লকজুড়ে উন্নয়ন ও সংগঠনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আমরা। এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই।" প্রসঙ্গত, কয়েকদিনের মধ্যেই গোটা রাজ্যের সঙ্গে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলায় নতুন সভাপতি নির্বাচিত হবে। অভিযোগ, এই নিয়ে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির অন্দরে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, বেশিরভাগ মণ্ডল কমিটি বর্তমান সভাপতি তন্ময় দাসের বিরুদ্ধে রয়েছে।

ছবি: সৈকত সাঁতরা

খুনের চেষ্টার দায়ে নন্দীগ্রামের নাবালিকাকে সমাজসেবামূলক কাজের সাজা

তমলুক আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক: প্রতিবেশী মহিলাকে খুনের চেষ্টার দায়ে নন্দীগ্রামের এক নাবালিকাকে ৫ মাসের সমাজসেবামূলক কাজের সাজা দিল তমলুক আদালত। মঙ্গলবার তমলুকের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের বিচারক পারমিতা পাল নাবালিকাকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী রহিমা খাতুন। স্থানীয় ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের ২৮ জুনের ঘটনা। নন্দীগ্রামের বছর ১৬-র দশম শ্রেণির ছাত্রীর মায়ের প্রেমিকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে বাধে গন্ডগোল। সেই থেকেই এক প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসা বাধে। আর তাতেই ওই স্কুল ছাত্রী মায়ের উপর লাঞ্ছনার প্রতিবাদে প্রতিবেশী ওই মহিলার ঘাড়ে ধারালো ব্লেড দিয়ে আঘাত করে বসে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই প্রতিবেশী মহিলাকে স্থানীয়দের চেষ্টায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পরই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই স্কুল ছাত্রীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের নির্দেশে তাকে হোমে পাঠানো হয়। অবশেষে দীর্ঘ প্রায় বছর দুয়েক ধরে এই মামলা চলার পর এদিন সমস্ত তথ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এই সাজা দেওয়া হয়। সরকারি আইনজীবী রহিমা খাতুন বলেন, "সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে কমিউনিটি সার্ভিস অর্থাৎ সম্প্রদায় সেবামূলক কাজে একেবারে বিনা পারিশ্রমিকেই ওই স্কুল ছাত্রীকে যে কোনও সরকারি হাসপাতালে আগামী ৫ মাসের জন্য নিযুক্ত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

হলদিয়ায় নিখোঁজ বাংলাদেশি জাহাজের এক নাবিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: হলদিয়ায় নিখোঁজ বাংলাদেশি জাহাজের এক নাবিক। ২০ মার্চ থেকে আরিফ সেখ নামে বছর বত্রিশের ওই নাবিকের কোনও হদিস নেই। বাংলাদেশের নাড়াইল জেলার নাড়াইল সদর থানা এলাকায় তাঁর বাড়ি। ৯ জন নাবিক-সহ পণ্যবাহী এক জাহাজ বাংলাদেশ থেকে হলদিয়ার ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ জেটিতে আসে ১৮ মার্চ। হলদিয়া থেকে ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই করে ২২ মার্চ ফের বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২০ মার্চ বিপত্তি ঘটে। ওই জাহাজের নাবিক আরিফ জাহাজে মূলত রান্নার কাজ করতেন। রান্নার পাশাপাশি জাহাজে অন্যান্য নাবিকদের কাজে তিনি সহযোগিতা করতেন। ২০ মার্চ জাহাজে পাইপের মাধ্যমে ফ্লাই অ্যাশ ভরার কাজ চলছিল। সেদিন সন্ধ্যায় সেই কাজ তদারকিতে গিয়েছিলেন ওই নাবিক। তাঁর সহকর্মীরাও তাঁকে শেষবার ওই জায়গায় দেখেছেন। ওই শেষ দেখা। তারপর থেকে আর তাঁকে দেখা যায়নি। বহু খোঁজাখুঁজি করেছেন সহকর্মী থেকে জেটির অন্যান্য কর্মীরাও। ২১ মার্চ হলদিয়া থানায় ওই নাবিক নিখোঁজ থাকার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে জল পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়েও পায়নি কোনও সন্ধান। টানা ৬ দিন কেটে গিয়েছে। সহকর্মীর হদিস না পেয়ে বিমর্ষ অন্যান্য নাবিকরা। হলদিয়া থানার আইসি রাজর্ষি দত্ত জানিয়েছেন, "বাংলাদেশি এক জাহাজের নাবিক নিখোঁজ থাকার অভিযোগ পেয়ে আমরা তদন্ত করছি। কিন্তু এখনও তাঁর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।" নাবিক নিরুদ্দেশ থাকার কারণে বাংলাদেশ অভিমুখে রওনা না দিয়ে হলদিয়ায় ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ জেটিতে আটকে থাকতে বাধ্য হয়েছে পণ্যবোঝাই ওই জাহাজটি।

পূর্ব মেদিনীপুরে

মিষ্টি জলের মাছ উৎপাদনে খরচ তিন কোটি টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: মিষ্টি জলের মাছের উৎপাদন বাড়াতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকার মাছ চাষিদের দেওয়া শুরু হয়েছে রুই, কাতলা, মৃগেল চারাপোনা। ২৩ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে এমন সমস্ত চারাপোনা বিতরণের কাজ। চলবে ২৮ মার্চ পর্যন্ত। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২৫টি ব্লক এলাকার সংঘ, মহাসংঘ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমস্ত মিলিয়ে ৬,০০০ জনকে দেওয়া হবে এই সরকারি সুযোগ। সেইসঙ্গে জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মঠ মিলে আরও ৫০টি ইউনিট, মোট ৬,০৫০টি ইউনিট এই সরকারি সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিটি ইউনিটকে দেওয়া হচ্ছে রুই, কাতলা, মৃগেল মিলে মোট ১,০০০ চারাপোনা। প্রতিটি ইউনিটের জন্য খরচ হচ্ছে ৫,০০০ টাকা। সবমিলিয়ে ৩ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হচ্ছে এই প্রকল্পে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সহ-মৎস্য অধিকর্তা সৌরিন্দ্রনাথ জানা বলেন, "পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে রয়েছে মাছ উৎপাদনের উপযুক্ত পরিবেশ। ইতিমধ্যে জেলার 'ময়না মডেল' রাজ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেইসঙ্গে আমরা জেলার অন্যান্য ব্লকগুলির আগ্রহী মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানকে মিষ্টি জলের মাছচাষের সুযোগ করে দিচ্ছি।"

স্মারকলিপি

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত কুড়মালি ভাষাতে পঠনপাঠনের দাবিতে ঝাড়গ্রাম জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে স্মারকিপি দিল আদিবাসী কুড়মি সমাজ। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম শহরের হিন্দু মিশন মাঠ থেকে মিছিল করে স্মারকলিপি দেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের মানুষেরা। এদিন মিছিলের নেতৃত্ব দেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তরুণ মাহাত। এদিন প্রথমে হিন্দু মিশন মাঠ থেকে মিছিল করে ঝাড়গ্রাম শহর পরিক্রমা করার পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি দেন নেতৃত্বরা। এদিনের মিছিলে পা মেলান আদিবাসী কুড়মি সমাজের স্কুল পড়ুয়ারাও। আদিবাসী কুড়মি সমাজের জেলা সভাপতি তরুণ মাহাত বলেন, "কুড়মালি ভাষায় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত পঠনপাঠন চালুর দাবিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে স্মারকলিপি দিয়েছি।"

■ **সাজছে সৈকতশহর...।** দিঘায় চলছে জোরকদমে চৈতন্যদ্বার তৈরির কাজ। —রঞ্জন মহাপাত্র

দিঘায় চৈতন্যদ্বার নির্মাণে ২০ দিন বন্ধ পুরনো রাস্তা

বর্তমানে বাইপাস রাস্তাই ভরসা পর্যটকদের

স্টাফ রিপোর্টার, কাঁথি: সৈকতশহর দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন ঘিরে এখন কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। আগামী মাসেই উদ্বোধন হবে এই মন্দিরের। তার আগে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কোনওরকম খামতি রাখতে চাইছে না পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। এবার চৈতন্যদ্বার তৈরির জন্য সোমবার রাত থেকে আগামী ২০ দিন বন্ধ থাকবে দিঘার ১১৬-বি জাতীয় সড়ক। এর ফলে যান চলাচলে প্রভাব পড়ছে বলে দাবি পর্যটকদের। আর বাইপাস রাস্তা দিয়ে পর্যটকদের দিঘায় প্রবেশ করতে হচ্ছে। আর ওল্ড দিঘায় সরাসরি যাওয়া গেলেও নিউ দিঘায় যেতে একমাত্র বাইপাস রাস্তাই এখন ভরসা পর্যটকদের। দিঘার জগন্নাথধাম উদ্বোধনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই যেন কাজের গতি ও প্রশাসনের তৎপরতা বেড়েই চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দির পরিদর্শন করতে এসে ঘোষণা করেছিলেন মন্দিরের শোভা বাড়ানোর জন্য জগন্নাথ মন্দিরের গেট নির্মাণ-সহ এলাকাকে সুন্দরভাবে সাজাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের সামনের রাস্তা ১১৬-বি জাতীয় সড়কের উপর গেট (চৈতন্যদ্বার) নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার মধ্যরাত থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে কাজ। ফলে আগামী ২০ দিনের জন্য এই জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। রাস্তা বন্ধ থাকার ফলে দিঘায় এসে পর্যটকরা যাতে অসুবিধায় না পড়েন সেদিকেও খেয়াল রয়েছে প্রশাসনের। ওই পথে যাতায়াতকারী যানবাহনকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্যে ট্রাফিক মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ তারিখ থেকে সৈকতশহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে আগেই জানিয়েছেন। প্রায় ২০০ কোটি ব্যয়ে ২১৩ ফুট উচ্চতার এই জগন্নাথধামের দিকে বর্তমানে সারা রাজ্যের মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন। তাই এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যে বেশ জমকালো হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আরও একাধিক বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থাকবেন বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। জগন্নাথধাম উদ্বোধনের সময় দিঘায় যান চলাচল বন্ধ থাকবে। পর্যটকদের গাড়ি রাখার জন্যে নিউ দিঘায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে। তাছাড়াও দিঘা ওয়েলকাম গেটের আগে ঘেরসাই মিলন মেলা প্রাঙ্গণেও পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে বলে জানা গিয়েছে। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক অপূর্বকুমার বিশ্বাস বলেন, "চৈতন্যদ্বার তৈরির জন্যে জাতীয় সড়ক বন্ধ রাখা হয়েছে। তার জন্যে মাইকিং করে জানানো হয়েছে। আপাতত নিউ দিঘায় আসার জন্যে বাইপাস রাস্তা ব্যবহার করতে হবে। পর্যটকদের যাতে সমস্যা না হয়, তার জন্যে ট্রাফিক মোতায়েন করা হয়েছে।"

পশ্চিম মেদিনীপুরে নাবালিকা প্রসূতির হার ১৫.৯ শতাংশ

পঞ্চায়েতের তুলনায় শহরে নাবালিকা প্রসূতির হার বেশি

	বর্ষ : ২০২৩-২৪	বর্ষ : ২০২৪-২৫
নতুন নথিভুক্ত প্রসূতির সংখ্যা	৬৪,৯৯৮	৫৭,৪০১
নাবালিকা প্রসূতি	১১,৫৬১	৯,১৩৯
১৫ বছরের কম বয়সি প্রসূতি	১,১৩০	২০৩
১৫-১৮ বছর বয়সি প্রসূতি	১০,৪৩১	৮,৯৩৬
নাবালিকা প্রসূতির হার (শতাংশ)	১৭.৮	১৫.৯

সম্যক খান

মেদিনীপুর: নাবালিকা প্রসূতির হার নিয়ে বাল্যবিবাহের উদ্বেগ তো ছিলই। কিন্তু তারই মাঝে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে। গত এক বছরে এমন ২০৩ জন সদ্যোজাত সন্তানের মা হয়েছেন যাঁদের বয়স ১৫ বছরেরও নিচে। যা যথেষ্ট চিন্তায় ফেলে দিয়েছে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের। পশ্চিম মেদিনীপুরে নাবালিকা প্রসূতির হার প্রায় ১৫.৯ শতাংশ। ফলে বাল্যবিবাহের হার এর থেকে যে আরও অনেকটা বেশি তা বলাই বাহুল্য। তাই তা রুখতে বদ্ধপরিকর জেলা প্রশাসন। নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি নিজেই এবিষয়ে খুব উদ্যোগী। মঙ্গলবার তিনি এনিয়ে এক ভিডিও বার্তারও উদ্বোধন করেছেন। যেখানে জেলাশাসক, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে শুরু করে নাবালিকা বিয়ে রোখার ব্রত নেওয়া কন্যাশ্রী ছাত্রীদেরও বার্তা আছে। জেলাশাসক বলেছেন, বাল্যবিবাহ একটা সামাজিক ব্যাধি। এজেলারই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন ছিল বাল্যবিবাহ রোধের। তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করতেই হবে। বাল্যবিবাহ থেকে শুরু করে শিশুদের যে কোনও সমস্যার জন্য হেল্পলাইন নম্বর ১০৯৮ এবং ১১২ টোল ফ্রি নম্বর চালু আছে।

আশার আলো এটাই যে, গত বছরের তুলনায় এবছর জেলায় নাবালিকা প্রসূতির হার কিছুটা হলেও কমেছে। গত বছর যেখানে এই হার ছিল ১৭.৮ শতাংশ, সেখানে এবছর সেই হার ১৫.৯ শতাংশ। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তুলনায় পুরসভা এলাকাতেই নাবালিকা প্রসূতির হার অনেকটাই বেশি। বিশেষ করে রামজীবনপুর পুরসভা (৪৬.৮ শতাংশ), খড়ার পুরসভা (২৬.৪ শতাংশ), ক্ষীরপাই পুরসভা (২৪.২ শতাংশ), মেদিনীপুর পুরসভা (২৩.৩ শতাংশ) এলাকার হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এছাড়াও ব্লকগুলির মধ্যে সবথেকে উপরে আছে শালবনি। ওই ব্লকে নাবালিকা প্রসূতির হার ৩৯.৫ শতাংশ। চন্দ্রকোনা এক ও দুই, গড়বেতা এক, দুই ও তিন, ঘাটাল, মেদিনীপুর সদর ব্লকের অবস্থাও উদ্বেগজনক।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, এবছর সারা জেলায় নতুন প্রসূতির সংখ্যা ৫৭,৪০১ জন। যার মধ্যে ৯,১৩৯ জন নাবালিকা প্রসূতি। কিন্তু এই নাবালিকা প্রসূতিদের মধ্যে ২০৩ জনের বয়স ১৫ বছরের নিচে। বাকি ১৫ থেকে ১৮ বয়সের মধ্যেকার প্রসূতি আছেন ৮,৯৩৬ জন। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বলেন, "বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধিকে দূর করার জন্য সমাজকে সচেতন করার দায়িত্ব আমাদের সকলকেই নিতে হবে। বোঝাতে হবে মানুষকে। আগের তুলনায় অনেক ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।" অপরদিকে, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্য শঙ্কর সারেঙ্গী বলেন, "কন্যাসন্তানদের জন্য কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প আছে। তবে কিছু পরিবারের অভিভাবকরাই লুকিয়ে নিজের কন্যাসন্তানের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। তা আটকাতে হবে।" আবার তিনি এই বার্তাও দিয়েছেন যে, বিয়ে হয়ে গেলেও কোনও অবস্থাতেই যেন তাঁরা নির্দিষ্ট বয়সের আগে গর্ভবতী না হয়ে পড়েন, সেই জন্য কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছেন।

মর্নিং স্কুলের নির্দেশিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: গ্রীষ্মকালীন মর্নিং স্কুলের বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। মঙ্গলবার সংসদের চেয়ারম্যান অনিমেষ দে ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে প্রাতঃকালীন পঠনপাঠন চালু হচ্ছে। যা চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। স্কুল চলাকালীনই ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিল বিতরণেরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বাড়ির উঠোনে খেলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে মৃত্যু শিশুর

নন্দকুমারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক: বাড়ির উঠোনে খেলতে গিয়ে পুকুরে তলিয়ে মৃত্যু হল বছর তিনেকের এক শিশুর। মঙ্গলবার সকালে নন্দকুমার থানার টিকারামপুর এলাকায় ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শুভ্রনীল কুইলা (৩)। বাবা নন্দকুমার থানার টিকারামপুর এলাকার বাসিন্দা নন্দন কুইলা। পেশায় ভূষিমাল ব্যবসায়ী। বছর চারেক আগে নন্দকুমারের ঠেকুয়া গ্রামের সুমিতার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদেরই একমাত্র পুত্রসন্তান শুভ্রনীল। প্রতিদিনের মতোই এদিনও বাড়ির সামনে উঠোনে বসে খেলছিল। গৃহের কাজে ব্যস্ত ছিলেন মা সুমিতা। তখনই সবার অলক্ষ্যে সকাল ১১টা নাগাদ খেলতে গিয়ে বাড়ির সামনের পুকুরে পড়ে যায় শুভ্রনীল। এদিকে, ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে চিৎকার শুরু করে দেন মা সুনিতা। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ পরে স্থানীয়দের চেষ্টায় বাড়ির সামনের পুকুর থেকে শুভ্রনীলের দেহ উদ্ধার করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্বাভাবিক কারণেই এমন ঘটনায় এলাকায় জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃতের পরিবার। কোলের ছেলেকে হারিয়ে ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছেন মা সুনিতাদেবীও। এদিন বিকেলে তমলুকের মেডিক্যাল কলেজের মর্গে মৃত শিশুর ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহটি তুলে দেয় পুলিশ। মৃত শিশুর জেঠু চন্দন কুইলা বলেন, "সকলেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিল। তা বলে সবার নজর এড়িয়ে পুকুরে পড়ে এমনটা ঘটবে, তা আমরা কল্পনা করতে পারিনি।" নন্দকুমার থানার আইসি অমিত দেব বলেন, "জলে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা রুজু হয়েছে। তদন্ত চলছে।"

ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দিল বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাস-ফেল প্রথা চালু, বাকি থাকা ৫০ শতাংশ কম্পোজিট গ্রান্ট প্রদান, অবসরপ্রাপ্তদের বাড়িভাড়া ভাতা চালু ও বকেয়া-সহ কেন্দ্রীয় হারে ডিএ প্রদান-সহ একগুচ্ছ দাবি-দাওয়া পেশ করা হয়েছে। হাজির ছিলেন সমিতির জেলা সভাপতি দীপঙ্কর মাইতি, জেলা সম্পাদক প্রতাপ পণ্ডা প্রমুখ।

ডিজিটাল ফরম্যাটে সেজেছে প্রাথমিক স্কুল

শ্রীকান্ত পাত্র

■ প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত বইয়েরই পিডিএফ বা পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট করা হয়েছে। প্রতি পড়ুয়াকে দেওয়া হয়েছে বার কোড বা কিউ আর কোড। সেই বার কোড ব্যবহার করেই ছিঁড়ে যাওয়া বইয়ের অভাব মেটাতে পারবেন অভিভাবকরা।

ঘাটাল: বই ছিঁড়ে গিয়েছে, তো কী হয়েছে? বার কোড আছে তো! বই হারিয়ে গিয়েছে, তো কী হয়েছে? বার কোড তো আছে! বাচ্চা কি স্কুলে গিয়েছে? বা স্কুলে বাচ্চার পড়া হয়েছে? ঘরে বসেই জানতে পারবেন অভিভাবকরা। স্কুল ছুটির পর বাচ্চা কি বাড়ি ফিরেছে, তা নিশ্চিত হতে পারবেন স্কুল থেকেই। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই চলছে পঠনপাঠন-সহ যাবতীয় কাজ। ঘাটাল ব্লকের লাগোয়া হুগলি জেলার গোঘাট ব্লকের দামোদরপুর মহীতোষ নন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০০২ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়ে পঠনপাঠনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের দু'দুটি পুরস্কারও পেয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাল বলেন, "গত বছরই বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের হাজিরার জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতি। ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল আইডেন্টিটি কার্ড। সেই কার্ড ছোঁয়ালেই আমরা যেমন জানতে পারব পড়ুয়াটির বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, ঠিক একইভাবে তার অভিভাবকও বাড়িতে বা অফিসে বসে জানতে পারবেন তাঁর বাচ্চা স্কুলে হাজির হয়েছে। আমরা সবাই নিশ্চিত হতে পারব একজন ছাত্র বা ছাত্রী বিদ্যালয়ে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছে কি না।" শুধু কি তাই? অল্প বয়সি ছাত্রছাত্রীরা অযত্নের ফলে হয় তো কোনও বই হারিয়ে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে বিকল্প হিসাবে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত বইয়েরই পিডিএফ বা পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট করা হয়েছে। প্রতি পড়ুয়াকে দেওয়া হয়েছে বার কোড বা কিউ আর কোড। সেই বার কোড ব্যবহার করেই ছিঁড়ে যাওয়া বইয়ের অভাব মেটাতে পারবেন অভিভাবকরা। এমনকী, কোনও পড়ুয়া অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হলেও পড়াশোনা করতে পারবে বাড়িতে বসেই। শুধু একটি স্মার্ট ফোন থাকলেই হল। বিদ্যালয়ে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ১৭৫। শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলিয়ে রয়েছেন ছয়জন। প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাল তাঁর সঙ্গে শান্তিলাল কর্মকার, চন্দন বেরা, পলাশ নন্দী সামসুদ্দিন আলি আর অম্বিকা পাঁজার মতো তরুণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিলে ধীরে ধীরে স্কুলটিকে গড়ে তুলেছেন 'ডিজিটাল' ফরম্যাটে। গ্রামবাসীরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন দোতলা স্কুল বিল্ডিং গড়ে তুলতে। এবার লক্ষ্য, ক্লাসে ক্লাসে ডিজিটাল বোর্ড বসানোর। চক আর ডাস্টার লাগবে না শিক্ষকদের। বোর্ডে আঙুল ছোঁয়ালেই হবে কাজ।

বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে ২০১৪ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ে চলছে পঠনপাঠন। কোনও সরকারি সাহায্য নয়, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন পড়ুয়াদের প্রযুক্তিগত সাহায্য আর শিক্ষকদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় পঠনপাঠনের পদ্ধতিটাই বদলে গিয়েছে এই স্কুলে। শান্তনুবাবু বলেন, "কোনও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফি নেওয়া হয় না। সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় পঠনপাঠনের কাজ চলে স্কুলে।"

হুগলি জেলায় অবস্থিত হলেও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের বহু অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করেছেন এই বিদ্যালয়ে। লক্ষ্য, একটাই তাঁদের ছেলেমেয়েদের আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক যুগের সঙ্গে গড়ে তোলা। ফলে দুই জেলার অভিভাবকদের কাছে নজির হয়ে উঠছে দামোদরপুর মহীতোষ নন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়।